দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

16

২০

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমীপে

গত ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার পর বিভিন্ন লেখক নৈর্ব্যক্তিক প্রথা বাতিল করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ লিখেছেন, নৈর্ব্যক্তিক যদি বাতিল না করা হয় তবে পাসের নম্বর পরিবর্তন করা হোক। ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রথম বিভাগ হবে ৭০০ নম্বর, দ্বিতীয় বিভাগ হবে ৬০০ নম্বর এবং তৃতীয় বিভাগে ৫০০ পেতে হবে। স্টার মার্ক ৭৫০ থেকে এখন ৮০০ পেতে হবে।

কিন্তু আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জনই অশিক্ষিত। আমাদের দেশে এখনো শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়নি। যদি একজন ছাত্রকে ৬০০ না পেয়ে প্রথম বিভাগের জন্য ৭০০ নম্বর পেতে হয় তাহলে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীতে শতকরা ৮৫ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগ হতে বঞ্চিত হবে এবং সাথেই দ্বিতীয় বিভাগ ছাত্রদের ভাগ্যেও জুটবে না। এতে দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত না হয়ে আরো সংকুচিত হবে। দেশের শতকরা ৯৫ জনই দারিদ্র্যের স্বাদ ভোগ করছে। এবং দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যদি ৭০০ নম্বর পেতে হয়, তাহলে এ ছাত্রের জন্য ১ থেকে ২ জন শিক্ষক লাগবে। কিন্তু এই কষ্টকর চাপ দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ফলে, দেশে শিক্ষার্থীর হার আগের তুলনায় ৩ ভাগ কমে যাবে এবং আমাদের দেশে নিরক্ষর পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করবে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পেলাম, লেটার মার্ক ৮০ না হয়ে ৮৫ করা হোক এবং স্টারের জন্য ৮০০ নম্বর সীমাবদ্ধ থাকবে। এগুলো যারা লিখেছেন আমি তাদের বলব, আপনাদের মত ধনী পরিবারদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ আপনাদের অর্থ আছে বলে আপনাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াতে একজন শিক্ষকের জায়গায় ২ থেকে ৪ জন শিক্ষক নিয়োজিত করবেন। কিন্তু যাদের আপনাদের মত অর্থ নেই তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার ব্যবস্থা হতে বঞ্চিত হবে।

শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন, আগামী ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার নম্বর নৈর্ব্যক্তিক ৫০০ থাকবে এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি কিছু পরিবর্তন করতেই চান, তাহলে প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা পাস হতে হবে নৈর্ব্যক্তিক ২৮ এবং রচনামূলক ১৬।

— নজরুল